প্রথম আলো

তারিখ 6 FEB 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থবির

মোশতাক আহমেদ ●

সাবেক উপাচার্যের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ

গত ১২ দিনে উপাচার্যবিহীন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থবির হয়ে পড়েছে। এর আগে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রায় এক মাসের ধর্মঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে।

দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার একমাত্র সরকারি ওই প্রতিষ্ঠানের সদ্য বিদায়ী উপাচার্যসহ কয়েক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে নিয়োগ এবং অবকাঠামো নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) তদন্ত প্রতিবেদনেও বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন অনিয়মের চিত্র।

গত সোমবার ওই বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনকালে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে ঠিকমতো কাজ না করার অভিযোগ পাওয়া যায়। তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধা নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

গত ২৪ জানুয়ারি উপাচার্য আর আই এম আমিনুর রশীদের মেয়াদ শেষ হয়েছে। নতুন উপাচার্য নিয়োগ না দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসিসহ বিভিন্ন পরীক্ষার ফল প্রকাশ ও সামগ্রিক কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। বর্তমান সহ-উপাচার্য খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন বলেন, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা না থাকায় নীতিনির্ধারণী বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত দিতে পারছেন না।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, একজন যোগ্য ব্যক্তিকে শিগগিরই উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে।

মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা এবং লোকপ্রশাসন বিভাগের দুজন অধ্যাপকের যেকোনো একজনকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দেওয়া হতে পারে।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সারা দেশে চার লক্ষাধিক শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। ছয়টি অনুষদের অধীন ১২টি আঞ্চলিক কেন্দ্র, ৮০টি কো-অর্ডিনেটিং অফিস এবং এক হাজার ২৯৬টি স্টাডি সেন্টারের মাধ্যমে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারী আছেন এক হাজার ২১৭ জন।

ইউজিসির প্রতিবেদনে অনিয়মের চিত্র: ইউজিসির এক তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। প্রতিবেদনে বিদায়ী উপাচার্যের কিছু অনিয়মের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, কিছু বিষয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বিধি বিধান মানেননি। এমনকি সরকারের অনুমোদন ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ খরচ করেছেন। কমিটি গোয়েন্দা সংস্থা দিয়ে বিষয়টি অধিকতর তদন্ত করার পরামর্শ দিয়েছে।

তদন্ত প্রতিবেদন ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রমতে, গাজীপুরে বাউবির প্রধান ক্যাম্পাসে একটি মিলনায়তন-কাম প্রশিক্ষণকেন্দ্রের মূল ভবন, আসবাব এবং যন্ত্রপাতির জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। কিন্তু বাউবির নিজস্ব তহবিল থেকে আরও ১৯ কোটি টাকা দিয়ে প্রকল্প-ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়।

নীতিমালা অনুযায়ী সরকারি বরাদ্দের সঙ্গে কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থ একীভূত করে খরচের নিয়ম নেই। এ বিষয়ে ইউজিসি আপত্তি জানালেও তা মানা হয়নি।

নির্মাণাধীন এই ভবনের ভূগর্ভস্থ তলার কাজও ত্রুটিপূর্ণ। গতকাল সেখানে গেলে কর্মকর্তারা জানান, এখানে ফাটল ধরলে দীর্ঘদিন পানি দিয়ে রাখা হয়।

জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ শান্তি নারায়ণ ঘোষ *প্রথম আলোকে* বলেন, নকশার ত্রুটি বা নির্মাণকাজে সমস্যার কারণে ফাটল ধরেছে। নতুন করে পাইলিং করতে প্রায় ৬০ লাখ টাকা লাগবে। কিন্তু সরকারের বরাদ্দ দেওয়া টাকা ব্যয়ের সময় শেষ হয়ে গেছে।

নির্মাণাধীন এই ভবনের পাশেই প্রায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে অতিথিদের জন্য আরেকটি বহুতল ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ২৫০ শয্যার এই গেস্ট হাউসের কোনো প্রয়োজন নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে হওয়ায় মূল ক্যাম্পাসে শিক্ষাকার্যক্রম নেই।

তবে সাবেক উপাচার্যের ঘনিষ্ঠ এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, দ্রুত ফল প্রকাশের জন্য পরীক্ষকদের কয়েক দিন ক্যাম্পাসে রেখে খাতা দেখা এবং প্রশিক্ষকদের থাকার লক্ষ্যে এটি করা হচ্ছে।

প্রয়োজন না থাকলেও ঢাকা শহর কার্যালয় ভবনের উর্ধ্বমুখীকরণের কাজ শুরু করেছে। এখানে ভুল সংশোধনের নামে ঘষামাজা করে একটি প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেওয়া হয়েছে। এর মূল দরপত্রে সাত কোটি ১৭ লাখ ৫১ হাজার টাকা থাকলেও 'অজ্ঞাত' কারণে তা বাড়িয়ে সাত কোটি ৬৪ লাখ ৮১ হাজার টাকা করা হয়। পাবনা, মানিকগঞ্জ, জামালপুর ও গোপালগঞ্জ সমন্বয়ক অফিস নির্মাণেও সরকারি বরাদ্দের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল থেকে অতিরিক্ত পাঁচ কোটি ৮১ লাখ টাকা খরচ করা হয়েছে।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এই বিশ্ববিদ্যালয়েও একটি প্রকৌশল অ্যান্ড এস্টেট বিভাগ রয়েছে। এর পরও নির্মাণকাজের বিষয়ে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এর মধ্যে পরামর্শ বাবদ এক কোটি ৭৫ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া

এরপর পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থবির

শেষ পৃষ্ঠার পর

গত চার বছরে অনাবশ্যকভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বদলি, নিয়োগ, বিদায়ী উপাচার্যের জন্য গাড়ি ব্যবহার, অপ্রয়োজনীয়ভাবে গোশালা নির্মাণসহ বিভিন্ন বিষয়ে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কোর্সে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম বন্ধ করে রাখার ঘটনাও ঘটে। বর্তমানেও বিএসসি ইন নার্সিং কোর্স বন্ধ আছে।

তবে মেয়াদ শেষ হওয়া উপাচার্য আর আই এম আমিনুর রশীদ *প্রথম আলোকে* বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে তার সবই মিথ্যা। আগে এখানে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম হতো। কিন্তু তিনি সেখানে যাওয়ার পর তা বন্ধ করে দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নানা ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, আইনের বাইরে তিনি কিছু করেননি।

সেশনজট: এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্সভেদে এক থেকে দুই বছর পর্যন্ত সেশনজট আছে। ২০১০ সালে এসএসসি প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরা এখনো পাস করে বের হতে পারেননি। ২০১১ সালের এই পরীক্ষা হয় ২০১২ সালের আগস্টে। কিন্তু এখনো ফল প্রকাশ হচ্ছে না।

অন্যদিকে ২০০৮ সালে তিন বছর মেয়াদি বিবিএস (ব্যাচেলর অব বিজনেস স্টাডিজ) কোর্সে ভর্তি হওয়া দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থীরা এখনো বের হতে পারেননি। গত মে-জুন মাসে পরীক্ষা হলেও ফল প্রকাশ হচ্ছে না। অথচ এই ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ২০০৮ সালের প্রথম দিকে ভর্তি হয়েছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাস-পরীক্ষা হলে ২০১১ সালেই তাঁদের পাস করে বের হওয়ার কথা ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়টির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আসাদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, এসএসসিসহ বেশ কিছু কোর্সের ফল ঝুলে আছে। নতুন উপাচার্য নিয়োগ হওয়ার আগে এগুলো দেওয়া সম্ভব নয়।